দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..22 OCT 1992
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম... ৫

পটুয়াখালী কৃষি কলেজের সমস্যা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পটুয়াখালী কৃষি কলেজ। এটি পটুয়াখালী জেলা শহর হতে ১৭ কিলোমিটার দূরে দুমকী থানায় অবস্থিত। এটি ১৯৭৮ সালে কৃষি বিষয়ে স্নাতক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক যুগেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এটি আজ শিক্ষার প্রায় অনুপযোগী। এ প্রতিষ্ঠানটিতে জন্মলগ্ন থেকেই ছিল হাজারো সমস্যা। তার মধ্যে কতগুলো সমস্যা এত প্রকট যে তার সমাধান ব্যতীত শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আশংকার প্রধান শিক্ষক সমস্যা। এ কলেজের সিনিয়র শিক্ষক প্রায় নেই আর বিভিন্ন শিক্ষকের অসংখ্য পদ শূন্য। কয়েকটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে সমস্যা কতটা প্রকট। প্রথম পর্বে মোট সাতটি বিষয় পড়ানো হয়। তার তিনটা বিভাগের (জৈব রসায়ন, পশুপালন ও কৃষি অর্থনীতি) কোন শিক্ষক নেই। দ্বিতীয় পর্বেরও কতকগুলো বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। যেমন খামার যন্ত্রায়ন, জীব বিজ্ঞান, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি। এ রকম প্রতিটা পর্বের প্রতিটা বিভাগ হয় একেবারে শূন্য নতুবা ২/৪টা পদ শূন্য থাকা অবধারিত। ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব ও ৪র্থ পর্বে পড়ানো হয়; সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক।

অন্যতম সমস্যা হল ছাত্রাবাস সম্পর্কে। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে অধ্যয়ন করে, তাই তাদের সবাইকে ছাত্রাবাসে থাকতে হয়। ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি টিন শেড ছাত্রাবাস যেখানে একসিটে কমপক্ষে দু'জন থাকতে হয়। ১৯৮৯ সালে একটি হলের নির্মাণকাজ শুরু হয়, তা এখনও হয়নি; কবে যে সেই হলে ছাত্ররা উঠতে পারবে কেউ বলতে পারে না।

কলেজটি শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। যেকোন কাজে ছাত্রদের শহরে যেতে হয়। কিন্তু পরিবহনের জন্য কোন বাস না থাকায় ছাত্রদের শহরে যাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কলেজে বিশুদ্ধ পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রদেরকে খাল ডোবার ইত্যাদির পানির দ্বারা যাবতীয় কার্যক্রম চালাতে হয়। এর ফলে প্রায় সব ছাত্রই চর্মরোগে আক্রান্ত। দু' বছর পূর্বে একটা গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছিল, তা থেকে যে কবে বিশুদ্ধ পানি উঠবে তা শুধুমাত্র ভবিতব্যই জানে।

কলেজ ক্যাম্পাসে কোন ক্যান্টিন না থাকায় ছাত্রদেরকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে খাবার খেতে হয়। কোন খেলার মাঠ না থাকায় খেলাধুলার সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত। এ রকম হাজারো সমস্যা কলেজের জন্মলগ্ন থেকে ছিল, ১৪ বছর পর এখনও আছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন– কতদিনে এসব সমস্যার নিরসন হবে?

এই সকল সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করে আসছিল। গত ২২শে জুলাই থেকে সে আন্দোলনের নতুন মাত্রা পায়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ তো নেয়নি বরং গত ৫ই আগস্ট হঠাৎ করে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে এবং সকল ছাত্রকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে বলা হয়। এ কলেজের ছাত্ররা নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে আসছিল। কোন সরকারী বা বেসরকারী সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করেনি বা কোন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তবে কেন এ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হলো? গণতন্ত্রে কি এটাই প্রাপ্য ছিল। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি? এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আশু এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য BARI- এর মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিএম আসাদুল হক রুমি
৯, কৃষি কলেজ ছাত্রাবাস
পটুয়াখালী কৃষি কলেজ।